তারিখ ... 25 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

কালের কণ্ঠ

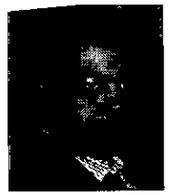

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গোটা জাতির মাথা নুয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক। কারণ এটি শুধু কোনো শিক্ষককে হত্যা নয়, বিশ্ববিদ্যালয় তথা গোটা জাতিকে হত্যার শামিল। একজন মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকের নির্মম মৃত্যুর শোকে আজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকসমাজ শোকে মুহ্যমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে হত্যা, শিক্ষকের ওপর হামলা, জখম, শিক্ষকের বাসে হামলা, শিক্ষককে লাঞ্ছিত করা—এ সব কিছুতে এখন আর আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। প্রতিনিয়তই এমন বর্বরোচিত ঘটনা ঘটছে

ড. সুলতান মাহমুদ রানা ▷

শিক্ষক হত্যার দায় থেকে কি আমরা মুক্ত?

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইউনুস, অধ্যাপক তাহের ও অধ্যাপক শফিউলের পর এবার দিনের আলোতে অধ্যাপক রেজাউলের নির্মম হত্যার ঘটনায় গোটা জাতি আজ নির্বাক। পুরো জাতি আজ বিচারের কাঠগড়ায়। কিন্তু যারা এই নৃশংসতার সঙ্গে জড়িত তারা কেন বিচারের কাঠগড়ায় নয়? শিক্ষক হত্যার প্রতিবাদে এবং হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মৌন মিছিল, মানববন্ধন ও বিক্ষোভও নতুন কিছু নয়। কয়েক দিন ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনসহ নানাবিধ কর্মসূচি পালিত হবে। কিন্তু এমন সব হত্যার বিচার কি আদৌ হবে? বিচার হয়তো হবে না—এমন শঙ্কাটিই সবার মধ্যে আছে। ২০১৪ সালের ১৫ নভেম্বর যখন অধ্যাপক শফিউলকে হত্যা করা হয়, তখনো এমন মানববন্ধন, ধর্মঘটসহ নানাবিধ কর্মসূচি শিক্ষক সমিতিসহ বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে পালিত হয়েছিল। কিন্তু ওই হত্যাকাণ্ডের কি আমরা ন্যায়বিচার এখনো পেয়েছি? এভাবেই হয়তো শিক্ষক হত্যা হবে, কয়েক দিন প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়ে অন্য আরেকটি নতুন ঘটনায় এটি পুরনো হয়ে আমাদের স্মৃতি থেকে মুছে যাবে। কিন্তু জাতির গায়ে যে রক্তের দাগ লেগেছে তা কি আদৌ মোছা সম্ভব হবে? অধ্যাপক রেজাউল হত্যার দায়ও হয়তো কোনো না কোনো সংগঠন স্বীকার করেছে। কিন্তু একজন শিক্ষক হত্যার দায় থেকে কি আমরা গোটা জাতি মুক্ত? জাতির কাছে আজ এটিই আমার প্রশ্ন।

অধ্যাপক রেজাউল হত্যার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও গণমাধ্যমে একটি কথা উচ্চারিত হচ্ছে যে তিনি কোনো দলের সদস্য কিংবা সমর্থক ছিলেন না। তিনি নিতান্তই একজন ভালো মানুষ ও ভালো শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু দলের সদস্য কিংবা সমর্থকের প্রশ্ন আসাটা আমি অতটা জরুরি মনে করি না। আমি মনে করি, তিনি একজন শিক্ষক। দলমত বিবেচনায় শিক্ষক হত্যার বিষয়টিতে ভিন্নতা আনার চেয়ে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জাতির বিবেক—এ প্রশ্নটিই আমাদের সামনে থাকা উচিত। কোনো দলের বিবেচনায় নয়, কোনো ব্যক্তির বিবেচনায় নয়, একজন শিক্ষক বিবেচনায়, সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে তাঁর এই নির্মম হত্যার দায় কি আমাদের গোটা জাতির নয়? এটি কি গোটা জাতির শিক্ষক হত্যার শামিল নয়? কিন্তু আমরা কি এই দায় নিতে প্রস্তুত? আমরা যদি এমন দায় নিতেই চাইতাম, তাহলে কখনোই শিক্ষক হত্যার পুনরাবৃত্তি ঘটত না। অনেক আগেই এটি থেমে যেত।

গত এক যুগে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো তিনজন শিক্ষক দুর্বৃত্তদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন। ২০০৪ সালে কুপিয়ে হত্যা করা হয় অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুসকে। আর ২০০৬ সালে খুন হন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক এস তাহের, ২০১৪ সালের ১৫ নভেম্বর খুন হন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শফিউল ইসলাম। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে

বারবার শিক্ষক ও শিক্ষার্থী খুনের ঘটনায় এখন প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিজেদের স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা নিয়ে যথেষ্ট শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। আজ আমরা কেউই নিরাপদ আছি কি না তা নিয়ে সবাইকে ভাবতে হচ্ছে। দিনের আলোতে একটার পর একটা এমন নৃশংস ঘটনায় পুরো বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার আজ নিরাপত্তাহীনতায়। আজ আমরা যেমন শোকাহত, ঠিক তেমনি শঙ্কিত ও উৎকণ্ঠিতও বটে। কখন কে কোন হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়ে যাই, এ ভয়ে হারিয়ে ফেলছি স্বাধীনভাবে কাজ করার শক্তি, সাহস ও মনোবল।

এখন আমরা নিজেদের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছি না আমরা কি মানুষ! আমরা কাদের হত্যা করছি? মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষক হত্যার আগে একটুও কি বিবেকের দংশন হয় না? হয়তো বা বিবেকই নেই। তাই জাতির বিবেককে হত্যা করা খুব সহজ একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

যেকোনো হত্যার পরপরই হয়তো দু-একজন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারাই হত্যাকারী কি না তার সুষ্ঠু তদন্ত এবং শেষে বিচারের কাঠগড়ায় কি তাদের আনা হয়? এর আগে বাংলাদেশে বহু লোমহর্ষক পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। কিন্তু কয়টি হত্যাকাণ্ডের বিচারের বাস্তবায়ন ঘটেছে? বিচার বাস্তবায়নের দাবি নিয়ে আমরা একবারও কি সোচ্চার হয়েছি? আমরা কি একবারও কোনো বর্বর অপরাধের কঠিন শাস্তির নমুনা দেখেছি? হয়তো বা শাস্তি হয়েছে। কিন্তু এমন একসময় শাস্তি হয়েছে, যখন জনসাধারণ ওই অপরাধ এবং অপরাধের বর্বরতার মাত্রা ভুলে যায়। ফলে সচেতনতার উপলব্ধি আর যথাযথভাবে কাজ করে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গোটা জাতির মাথা নুয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক। কারণ এটি শুধু কোনো শিক্ষককে হত্যা নয়, বিশ্ববিদ্যালয় তথা গোটা জাতিকে হত্যার শামিল। একজন মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকের নির্মম মৃত্যুর শোকে আজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকসমাজ শোকে মুহ্যমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে হত্যা, শিক্ষকের ওপর হামলা, জখম, শিক্ষকের বাসে হামলা, শিক্ষককে লাঞ্ছিত করা—এ সব কিছুতে এখন আর আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। প্রতিনিয়তই এমন বর্বরোচিত ঘটনা ঘটছে।

কে বা কারা এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত, তা কোনো দিনও বের হবে কি না তাতে সন্দেহ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আজ পর্যন্ত শিক্ষকের পাশাপাশি বহু শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। কোনোটির সুষ্ঠু বিচার হয়েছে কি না, তা আমার সঠিক জানা নেই। তবে বিগত বছরগুলোতে নিহত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পরিবার আজও তাকিয়ে আছে কখন হবে তাদের বাবা কিংবা সন্তানের হত্যাকারীদের বিচার ও শাস্তি। শিক্ষক হত্যাকাণ্ডের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংগঠনগুলোর অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রতিপক্ষের হামলায় নিহত শিক্ষার্থীদের হত্যাকারীদের বিচার আদৌ কি কোনো দিন হবে?

কয়েক দিন পরই হয়তো থেমে যাবে চলমান এসব প্রতিবাদ কর্মসূচি। স্বাভাবিক হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ। অবশ্য আমরাও চাই স্বাভাবিক জীবন। এখন স্পষ্ট করে বলার সময় এসেছে যে শিক্ষক রেজাউল স্যারের হত্যাকাণ্ডের যথাযথ তদন্ত ও বিচার না হয়, তাহলে এমন হত্যাকাণ্ড আবার ঘটবে। দুর্বৃত্তদের সাহস ও শক্তি আরো বেড়ে যাবে। কোনোভাবেই তা থামানো সম্ভব হবে না।

কোনো শিক্ষককে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করার মতো জঘন্য কাজ আর দ্বিতীয়টি হতে পারে না। আজ কোনো শিক্ষক তাঁর মুক্তচিন্তার ক্ষেত্রে যদি নিরাপত্তা না পান, তাহলে আগামী দিনের যাত্রায় জাতিকে চরম মাসুল দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে যত দ্রুত সম্ভব স্থায়ী সমাধানের পথ খোঁজা আমাদেরই দায়িত্ব। তা না হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এমন পরিস্থিতি ক্রমেই বাড়তে থাকবে। যার প্রভাব গোটা জাতির ওপর পড়বে।

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
sultanmahmud.rana@gmail.com